অন্তর্বর্তী পরিচর্যা ঃ- ১০ থেকে ১৫ দিন বাদে বাদে নিড়ানী যন্ত্র দিয়ে ভালো করে আগাছা পরিস্কার করুন এবং পরিস্কার করা আগাছা ঐ মাটিতেই পুতে দিন। এতে জৈব সারের যোগান বাড়বে। জল নিয়ন্ত্রণ করুন, এর ফলে জমিতে জলের পরিমাণ চার ভাগের একভাগ লাগবে রোগ ও কীটশত্রু নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনে স্থানীয় কৃষি প্রযুক্তিবিদ/কৃষি কর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

সময় কাল ঃ- ১৩৫-১৪৫ দিন।

উৎপাদন ঃ- কানি প্রতি ১২০০-১৪০০ কেজি।

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন ঃ রাজ্য কৃষি গবেষণা কেন্দ্র (SARS)
অরুন্ধতীনগর, আগরতলা। দূরভাষ - ০৩৮১-২৩৭০২৪৯

কারিগরী প্রকাশনা নং ১০ ২০১৫

প্রকাশক ঃ যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা, রাজ্য কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, অরুন্ধতিনগর।
কৃষি বিভাগ, ত্রিপুরা সরকার

মুদ্রণে ঃ এশ্‌মিনা প্রিন্টার্স, আগরতলা।

ত্রিপুরা সরকার

শ্রী পদ্ধতিতে হাইব্রিড ধান চাষ

রাজ্য কৃষি গবেষণা কেন্দ্র
অরুন্ধতিনগর
কৃষি বিভাগ, ত্রিপুরা সরকার।

শ্রী পদ্ধতিতে হাইব্রিড ধান চাষ

জাত ঃ- এরীজ-৬৪৪৪, রাজালক্ষ্মী, কে.আর.এইচ.-৪, পি.এইচ.বি-৭১, পি.এ.সি-৮৩৫, ভি.এন.আর-২১১১।

সময় ঃ- জৈষ্ঠ্য-আষাঢ় মাসে বীজতলা তৈরী করুন এবং বীজবপন করুন

বীজের পরিমান ঃ- ৮০০ গ্রাম প্রতি কানি।

বীজ শোধন ঃ- হাল্কা রোদে বীজ ভালো করে শুকিয়ে প্রতি কেজি বীজের সাথে ২ গ্রাম ম্যানকোজেব বা ১ গ্রাম কার্বেনডাজিম বীজ বোনার ৭-১০ দিন আগে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে।

বীজতলা তৈরী ঃ- এক কানি জমির জন্য ১ মিটার চওড়া ১৬ মিটার লম্বা এবং ১৫ সেমি উঁচু আগাছা মুক্ত সমতল বীজতলা তৈরী করুন। বীজ তলার মাটিতে ৭৫ ভাগ মাটি, ২০ ভাগ গোবর এবং ৫ ভাগ ধানের কুড়া মিশ্রণ রাখতে হবে যাতে বীজতলার উপরের ২.৫-৩.০ সেমি মাটিতে যেন গোবর বা জৈব সার বেশি করে থাকে। বীজ বোনার সময় বীজের সঙ্গে বীজ যেন লেগে না থাকে অর্থাৎ বীজ হাল্কা করে বুনতে হবে এবং বোনার পর বীজ শুকনো গোবর ও মাটির মিশ্রণ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। ঝারি দিয়ে সেচ দিতে হবে যেন বীজ শুকিয়ে না যায়। শ্রী পদ্ধতিতে ৮-১২ দিনের চারা ব্যবহার করুন।

জমি তৈরী ঃ- আষাঢ় মাসের মধ্যে মূল জমি তৈরী করুন। প্রথম চাষ ভালো ভাবে আগাছা পরিস্কার করে ৭-১০ দিন ফেলে রাখুন। দ্বিতীয় চাষে জমি ভালোভাবে চাষ দিয়ে চৌরস করুন। তৃতীয় চাষে জমি মই দিয়ে মসৃন করে চারা রোপন করুন।

কানি প্রতি সারের পরিমাণ এবং সার প্রয়োগের সময় ঃ

গোবর সার বা কম্পোস্ট সার- ১৬০০ কেজি/কানি, ইউরিয়া - ২০.৮ - কেজি /কানি, সিঙ্গেল সুপার ফসফেট- ৩০.০ কেজি/কানি, মিউরিয়েট অব্ পটাশ - ৮.০০ কেজি /কানি, জিংক সালফেট -২.৫ কেজি/কানি,জীবাণু সার - ২.১০০ কেজি/কানি, (এ্যাজোটোব্যাক্টর ৭০০ গ্রাম + পি.এস.বি ৭০০ গ্রাম + কে.এম.বি ৭০০ গ্রাম)

সম্পূর্ণ গোবর সার প্রথম চাষে মাটিতে প্রয়োগ করুন। মূল জমি তৈরী করার সময় ২/৩ অংশ ইউরিয়া, সম্পূর্ণ সুপার ফসফেট এবং পটাশ প্রয়োগ করুন। বাকি ইউরিয়া ধানের গোড়ায় থোর আসার সময় প্রয়োগ করুন। জিংক সালফেট, রাসায়নিক সার ব্যবহারের দুদিন আগে বা পরে ব্যবহার করতে হবে। কখনোই রাসায়নিক সারের সাথে একসঙ্গে ব্যবহার করবেন না। জীবানু সার গোবরের সাথে মিশিয়ে প্রথম ঘাস বাছাই এর পর বা চারা রোপনের ১০-১৫ দিনের মধ্যে প্রয়োগ করুন।

চারা রোপনের সময় ঃ- ভাল ফলনের জন্য আমন ধানের ক্ষেত্রে আষাঢ় মাসের (১৫ই জুলাই) শেষ সপ্তাহ এবং বোড়ো ধানের ক্ষেত্রে পৌষ মাসের (৩০শে ডিসেম্বর) দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে চারা রোপণ করুন।

চারা রোপন ঃ- দাঁড়ানো জলবিহীন কাঁদা মাটিতে একটি করে চারা লাগান। চারা তোলার সময় সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যাতে শিকড়ে কোনো আঘাত না লাগে। চারা মাটিসহ উঠিয়ে মূলজমিতে লাগাতে হবে। বর্গাকার পদ্ধতিতে ২৫ সেমি X ২৫ সেমি দূরে

দূরে সামান্য গভীরতায় চারা রোপন করুণ। চারা রোপন করার সময় অবশ্যই মার্কার ব্যবহার করতে হবে যাতে সঠিক দূরত্ব বজায় থাকে। প্রতি ১০ লাইন পর পর একটি করে ১৫ সেমি গভীর এবং ৩৫ সেমি চওড়া নালা তৈরী করুন। নালার মাটি দুই নালার মধ্যবর্তীস্থানে সমানভাবে ছড়িয়ে দিন।